## ২ জুন ১৯৬২ আমাদের জন্য একটি স্বর্ণালী দিন

অবশেষে মুক্তির পথ ও আলোর সন্ধান পাওয়া গেল বাংলাদেশে সমবায়ের জনক রেভা: ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি'র হাত ধরে। তৎকালীন পাল পুরোহিত রেভা: ফাদার বার্গম্যান সিএসসি'র প্রচেষ্টায় ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, রেভা: ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি'র পরামর্শ ও চিন্তা এবং মঠবাড়ীকে নিয়ে যারা সব সময় চিন্তা করতেন সেই সব সমাজ নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহমর্মীতার ফসল বাস্তবতায় রূপ নিল। মানুষের মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা রেভা: ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি এর প্রচেষ্টায় ভাওয়াল অঞ্চলে সর্ব প্রথম মঠবাড়ী ধর্মপল্লীতে ২ জুন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বপ্নের সমিতি "মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতি" যা "সাধু আগষ্টিনের সমিতি" নামেই বেশী পরিচিত ছিলো। ২ জুন আমাদের স্বপ্নের দিন, আনন্দে আত্মহারা হবার দিন। এ সমিতি আজ আমাদের গর্বের ধন নীলমনি। এ সমিতিকে আকঁড়ে ধরে আমরা বেড়ে উঠেছি, বড় হয়েছি। তৈরী করেছি নিজেদের ও আমাদের আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতি নামে যে বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজ বট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সমিতির শুরু থেকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সমিতিকে এ পর্যন্ত আসতে সহযোগিতা করেছেন, যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, যারা নিজেরা আজ আমাদের কাছে ইতিহাস, যাদের জন্য আমাদের এ প্রাপ্তি, তাদের আমরা কতটা মূল্যায়ন করতে পেরেছি? কতটা সম্মান তাদের দিতে পেরেছি? তারা কারা আমরা কি তা জানি বা জানতে চেষ্টা করেছি কখনো?

আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের স্মরণ করি। সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রেভা: ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি এবং তৎকালীন পাল পুরোহিত রেভা: ফাদার বার্গম্যান সিএসসি'র সহযোগিতার পাশাপাশি নাগরী মিশনের প্রয়াত নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স স্যারের অবদান অনেক বেশী। তার সহযোহিতা না পেলে আমাদের সমিতির আজ জন্মই হয়তো হতোনা। যাদের প্রচেষ্টায় সমিতি গঠনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, যে মানুষগুলোকে স্মরণ না করলেই নয়, সে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ হলেন-

১। প্রয়াত ফাদার বার্গম্যান সিএসসি-স্থানীয় পালক পুরোহিত, ২। প্রয়াত ফাদার চার্লস জে ইয়াং-বাংলাদেশের সমবায়ের জনক, সমবায় সংগঠক ও ধর্ম প্রচারক, ৩। নাগরী মিশনের প্রয়াত নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স-নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচচ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ৪। দক্ষিণ ভাসানিয়ার প্রয়াত আগষ্টিন ছেড়াও-নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচচ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ৫। প্রয়াত আলফ্রেড রোজারিও(মাস্টার)-মীরেরটেক, ৬। প্রয়াত যোসেফ রোজারিও-উত্তর ভাসানিয়া, ৭। প্রয়াত পিউস রোজারিও-উলুখোলা, ৮। প্রয়াত যোসেফ এরন রোজারিও-উলুখোলা, ৯। প্রয়াত মংলা দেশাই-বাঁশবাড়ী, ১০। প্রয়াত ইস্কট রোজারিও-উত্তর ভাসানিয়া, ১১। প্রয়াত মাইকেল রোজারিও-উত্তর ভাসানিয়া, ১২। প্রয়াত সিলভেস্টার গমেজ-মাল্লা, ১৩। মি: নিমাই এডুয়ার্ড গমেজ-মঠবাড়ী, ১৪। প্রয়াত যুযা ফিলিপ-কুলুন, ১৫। প্রয়াত ফ্রান্সিস পেরেরা-কুলুন, ১৬। প্রয়াত জারমন রোজারিও-কুলুন, ১৭। মিস বেনেডিক্টা গমেজ-তেতুঁইবাড়ী, ১৮। প্রয়াত টমাস রোজারিও-মঠবাড়ী, ১৯। প্রয়াত পাঁচু নিকোলাস পেরেরা (মেম্বার)-কুলুন, ২০। প্রয়াত আলফ্রেড রোজারিও-পারোয়ান, ২১। মি: অনীল রোজারিও-উত্তর ভাসানিয়া, ২২। প্রয়াত আন্তনী রিবেররু উত্তর ভাসানিয়া, ২৩। প্রয়াত পিয়ব রোজারিও-উলুখোলা, ২৪। প্রয়াত বেঞ্জামিন ডি' ক্রুশ-মঠবাড়ী, ২৫। প্রয়াত চার্লি রোজারিও-মঠবাড়ী, ২৬। প্রয়াত পল পেরেরা-কুলুন, ২৭। প্রয়াত মদন পেরেরা-কুলুন, ২৮। প্রয়াত গ্রেগরী রোজারিও (গেরাই)-মাল্লা, ২৯। প্রয়াত নিলু পেরেরা-কুলুন, ৩০। প্রয়াত বেঞ্জামিন রোজারিও-বাগবাড়ী, ৩১। মি: গাব্রিয়েল কোড়াইয়া-দক্ষিণ ভাসিনিয়া প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্ঠায় সমিতির প্রাথমিক কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য এবং নির্বাচন করে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করার লক্ষ্যে যে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের নিয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছিল তারা হলেন-

১। প্রয়াত আগষ্টিন ছেড়াও (মাষ্টার)-দক্ষিণ ভাসানিয়া,
২। প্রয়াত পাঁচু নিকোলাস পেরেরা-কুলুন,
৩। প্রয়ত আলফ্রেড রোজারিও (মাস্টার)-মীরেরটেক